দৈনিক সংবাদ

48

তারিখ 0 3 JUN 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

দিনাজপুরে প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত ছাত্রসংখ্যা কমে যাচ্ছে

॥ ইন্দ্রমোহন রায় ॥

দিনাজপুর, ১লা জুন।—দিনাজপুর জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দিন দিন চরম সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। জেলার ১৩টি উপজেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা ও আসবাবপত্রের সংকট রয়েছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবসহ বিভিন্ন কারণে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে বিঘ্ন ঘটছে। এছাড়া বই, কাগজ ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি এবং অভিভাবকদের আর্থিক সংকট থাকায় জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। দিনাজপুরের বীরগঞ্জ, কাহারোল, খানসামা, চিরির বন্দর, বিরোল, হাকিমপুর ও সদর দিনাজপুর উপজেলার সরকারী ও বেসরকারী মিলিয়ে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬০৯টি। এরমধ্যে সরকারী ৪৯২টি এবং ১১৭টি বেসরকারী। ১১৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থানীয় জনসাধারণের চাঁদা ও উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। জেলার ৭টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ খড়, ছন বা টিনের ছাউনি এবং বাঁশের বেড়া ও মাটির দেয়াল দিয়ে তৈরী। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে জেলার এ সকল বিদ্যালয় গৃহের অধিকাংশই বর্তমানে জরাজীর্ণ ও নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। সামান্য বৃষ্টি ও ঝড় হলেই এসব বিদ্যালয়ের ছাউনি উড়ে যায় এবং নষ্ট হয় চারদিকের বেড়া। যে সকল বিদ্যালয়ের ভবন পাকা রয়েছে সেগুলোরও কিছু ফাটল রয়েছে। বর্ষা মৌসুমে ফাটল দিয়ে পানি পড়ে। এছাড়া ছাদ ধসে পড়ার আশংকা রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের ক্লাস করতে হয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। সরকারী ও বেসরকারী অধিকাংশ বিদ্যালয়ে টেবিল, চেয়ার-বেঞ্চ, ব্ল্যাক বোর্ডসহ অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব রয়েছে। আসবাবপত্রের অভাবে বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে দাঁড়িয়ে কিংবা মাটিতে পাটি বা চট বিছিয়ে ক্লাস করতে হয়। শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দান করেন। এছাড়াও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে খাবার পানির তীব্র অভাব। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে অর্ধেকেরও বেশী বিদ্যালয়ে নলকূপ নেই। যে সকল বিদ্যালয়ে নলকূপ রয়েছে তা অধিকাংশই বিকল হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয়ে পায়খানা, প্রস্রাবখানার কোন বালাই নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ও শিক্ষকদেরকে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কম। জেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা, শিক্ষকের শূন্য পদের হিসাব দিতে অস্বীকৃতি জানান। বই পুস্তক, কাগজ, কালিসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি এবং আর্থিক সংকটের কারণে জেলার ৭টি উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।